কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তিন স্কুল মাদ্রাসা বন্ধ করে আ. লীগের নির্বাচনী সভা

এমরান হাসান সোহেল, পটুয়াখালী ▶

ক্লাসরুমের বেঞ্চে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তে বসেছে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। পাঠদানের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোট চাওয়ার হাঁকডাক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ক্লাসরুমে আওয়ামী লীগ সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভার আয়োজন করে বাউফলের নাজিরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের ধানদি ফাজিল মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী ওই সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধানদি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. দুলাল আহম্মেদ মৃধা। সভাকে কেন্দ্র করে পাঠদান বন্ধ ছিল পাশের আরো দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও।

বাউফল

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চতুর্থ দফা উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর বাউফল উপজেলা আওয়ামী লীগ ২২ ফেব্রুয়ারি চেয়ারম্যান পদে বর্তমান চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোশাররফ হোসেন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেহেনা বেগমকে সমর্থন দেয়। ২৩ মার্চ এ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণার অংশ হিসেবে গতকাল ধানদি ফাজিল মাদ্রাসায় নির্বাচনী সভা আহ্বান করে স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ। সভায় ওই তিন প্রার্থী ছাড়াও বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোতালেব হাওলাদার, ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম মিয়া, ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম ফারুকসহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। সভাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশে সোমবার বন্ধ ঘোষণা করা হয় ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয় পাঠ গ্রহণ থেকে। সভাকে কেন্দ্র করে ওই প্রতিষ্ঠানের পশ্চিম পাশের টিনশেড ভবনের তিনটি ক্লাসরুমের বেড়া খুলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সফল করতে ধানদি ফাজিল মাদ্রাসার পাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধানদি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা থাকলেও শিক্ষকদের আওয়ামী লীগের নেতারা নির্দেশ দিলে পাঠদান বন্ধ করে তাঁরাও আসেন সভায়। একই কারণে ক্লাস হয়নি পাশের তাঁতেরকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

এ ব্যাপারে ধানদি ফাজিল মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল আলম মিয়া বলেন, 'দাখিল পরীক্ষার কারণে মাদ্রাসা বন্ধ ছিল। তাই ওখানে দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাস বন্ধ করে সভা করা হয়নি।' তবে সভাপতির ওই বক্তব্যের ব্যাপারে ভিন্ন মত দিয়েছে স্থানীয় ধানদি বাজারের লোকজন। তারা জানায়, পরীক্ষার কারণে মাদ্রাসা কখনো বন্ধ ছিল না। বিষয়টি নিয়ে ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, কোনো পরীক্ষার সময়ই ক্লাস বন্ধ থাকে না। এ ব্যাপারে ওই মাদ্রাসার প্রভাষক নজরুল ইসলাম বলেন, 'আজ (মঙ্গলবার) ক্লাসে যাইনি আওয়ামী লীগের মিটিং ছিল তাই।'

এ ব্যাপারে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক নজরুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে ক্লাসরুমে নির্বাচনী জনসভা করা অবশ্যই অনিয়ম। এটা কোনোভাবেই নিয়মে পড়ে না এটা। তবে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। আমি বিষয়টি সহকারী রিটার্নিং অফিসার বাউফলকে অবহিত করছি।'

ও ব্যাপারে ওই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. শহীদুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে উপাধ্যক্ষ মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, 'পরীক্ষার জন্য ক্লাস বন্ধ।' এর আগে পরীক্ষার সময় ক্লাস বন্ধ ছিল কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে।'